মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যঝুঁকি কতখানি

আপনার প্রিয় মোবাইলটি কতটা নিরাপদ, প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত অনেকেই হয়তো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মোবাইল রেডিয়েশনের কথা শুনে থাকবেন। কিন্তু নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অংশ মোবাইলটি ছাড়বার কথা দুঃস্বপ্ন কিন্তু ব্যবহারে সংযত আর কিছু 'করা' 'না করা'র নির্দেশনা আপনাকে রাখতে পারে অনেক নিরাপদ। এ নিয়ে লিখেছেন শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী আসলেই কি পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে নাকি অন্য কিছুর পরিবর্তনেরই সুন্দর উপমা? পৃথিবীকে বোঝাতে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিসীমা বোঝবার জন্য অতীতে মানুষ যোগাযোগ মাধ্যমের সম্ভাবনাকেই মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতো। আর তাই যখন পদযুগলই ছিল প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম, তখন মানুষ ভাবতো যতদূর তার চোখ যায় ততদূরই তার পৃথিবর সীমানা। আক্ষরিক অর্থে এই ধারণাটির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আর তাই যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপ্তি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার তুলনায় পৃথিবীর দূরত্ব হয়ে আসছে স্বল্প সময়সাপেক্ষ অথবা সংক্ষিপ্ত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে যোগাযোগ মাধ্যমে নানা সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিমিষেই যোগাযোগ স্থাপন করা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আর তাই বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা- সবই প্রভাবিত হচ্ছে দ্রুত যোগাযোগের সম্ভাবনা ও প্রযুক্তির দ্বারা।

বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যতম বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি হচ্ছে 'মোবাইল কমিউনিকেশন টেকনোলজি'। এ প্রযুক্তি তারবিহীন ক্ষুদ্রাকৃতি ও সহজে বহনযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে মূলত চারটি মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সফল ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সুবাদে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও অপর কোনো গ্রাম, শহর অথবা বিশ্বের অন্যান্য দেশে অবস্থিত একান্তজনের সঙ্গে হতে পারছেন সংযোজিত। আর তাই প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে মোবাইল ব্যবহারকারীদের সংখ্যা। বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা-- জন।

অধিকাংশ প্রযুক্তির শুরুর দিকটা মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হলেও সময়ের পরিবর্তনে ও ব্যবহারনীতির কারণে এমনও উদাহরণ মেলে যে, একই প্রযুক্তি হয়ে ওঠে সভ্যতার জন্য হুমকির কারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বহুল আলোচিত আণবিক শক্তি প্রযুক্তির কথাই। যুদ্ধ থামাবার কৌশল হিসেবে আবিষ্কৃত হলেও বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের অন্যতম কারণ হচ্ছে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রযুক্তি। অনেক বিজ্ঞানীর মনে মোবাইল প্রযুক্তির প্রারম্ভিক দিকটা অনেকটা এমনি নানা ধারণার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য এ ধরনের ধারণা তৈরি হবার যথাযথ কারণ ছিল। কারণ অন্যান্য তারবিহীন যোগাযোগ মাধ্যমের চাইতে মোবাইল কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত GSM এবং CDMA প্রযুক্তি কাজ করে ভিন্ন উপায়ে। এ প্রযুক্তি সাধারণত টু ওয়ে সিগন্যালের মাধ্যমে যোগাযোগের কাজ সম্পন্ন করে। সিগন্যালের কাজে ব্যবহার করা হয় রেডিও ওয়েব, যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম (Electro Megnatic Spectrum) পরিবারভুক্ত। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে X-Ray, ইনফ্রারেড এবং আলট্রা ভায়োলেটও রয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের দিকে মোবাইল ফোন ব্যবহারে সম্ভাব্য শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার জন্ম হতে থাকে। এদের মাঝে সবচাইতে মারাত্মক যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল, তা ছিল সম্ভাব্য 'ব্রেন ক্যান্সার'। অবশ্য সব সম্ভাবনার শেষে একটি ব্যাপারে জোর দেয়া হচ্ছিল, তা হলো 'তখনও

যথাযথা উপাত্তের অভাব, যা সংগ্রহ করতে কমপক্ষে ২০-৩০ বছরের প্রয়োজন।' অর্থাৎ বিতর্কিত প্রশ্নগুলো ছিল সবই ধারণা ও ভবিষ্যৎ উপত্ত নির্ভর।

পরবর্তীতে ১৯২০ সাল নাগাদ নানা গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, 'রেডিও ওয়েব' ত্বকের ও ইন্দ্রিয় কোষকে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ যারা সাধারণ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও ওয়েব নিয়ে কাজ করেন তাদের অনেকেই অহরহ মাথাব্যথা, স্মৃতিভ্রম, হৃদকম্পনের পরিবর্তনসহ শারীরিক নিয়ন্ত্রণে অনিয়ম ইত্যাদি নানা ধরনের রোগে ভুগছেন বলে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য উচ্চক্ষমতার রেডিও ওয়েবের সঙ্গে মোবাইলে ব্যবহৃত রেডি ও ওয়েবের পার্থক্য অনেক। মোবাইলে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েব অত্যন্ত কম শক্তি ব্যবহার করে বিধায় এর তীব্রতাও কম।

পরবর্তীতে বহু গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা মূল একটি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন আর তা হচ্ছে, মোবাইল ফোন যেহেতু মাইক্রোওয়েব ও রেডিও ওয়েবের মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে, সেহেতু এর প্রধান ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে কোষের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটানো, যা কোষকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। আর এই ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে পশ্চিমা বিশ্বে এ নিয়ে আরো গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৯৯৯-এর শেষদিকে সাপ্তাহিক ২০০০-এ মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন সংক্রান্ত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। রিপোর্টটি লেখার সময় সমসাময়িক নানা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো ধারণা দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে বরাবরই দেহের উন্মুক্ত স্থানের (চোখ, কানের গহবর) তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছিল। অবশ্য রিপোর্টটি শেষ হয়েছিল এভাবেই যে, প্রাপ্ত অধিকাংশ তথ্যই ধারণা অথবা বিজ্ঞানীদের সন্দেহপ্রবণ প্রশ্ন, যার যথেষ্ট উপাত্তের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে উক্ত রিপোর্ট প্রকাশের পরবর্তী সময়ে (Anti shied) নামের কিছু রেডিয়েশন প্রতিরোধক স্টিকার বাজারে বেশ বিক্রি হয়েছিল যা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

মোবাইল ফোন ব্যবহারে স্বাস্থ্যঝুঁকি যাচাই করে দেখবার জন্য পশ্চিমা বিশ্বে গবেষণার অন্ত নেই। এমনি একটি উদ্দ্যোগ হচ্ছে ১৯৯৯ সালের দিকে শুরু হওয়া একটি গবেষণা যা স্টুয়ার্ট রিপোর্ট নামে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালের মে মাসে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যের সারাংশ ছিল নিম্নরূপ-

এ যাবৎ গবেষণালব্ধ তথ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে রেডিও ওয়েবজনিত গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির কোন সন্ধান মেলেনি। মোবাইলে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েব সাধারণ মানুষের সহ্য-শক্তির অনেক নিচেই অবস্থান করছে। তবে সব তথ্যের ভিত্তিতে এখনও জোরালোভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, মোবাইল ফোনে ব্যবহার মানবদেহের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ।

রেডিও ওয়েব প্রাণীকোষের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হবে যে, তা সত্যিই প্রাণীকোষের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

অবশ্যই বাচ্চাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। বাড়ন্ত বয়সের মাথার খুলি থাকে খুব পাতলা, যা রেডিও ওয়েব প্রতিরোধে যথেষ্ট পোক্ত নয় আর তাতে সম্ভাবনা থাকে মস্তিষ্কে রেডিও ওয়েব দ্বারা প্রভাবিত হবার।

বাচ্চাদের কোষও থাকে বাড়ন্ত, যা অতি সহজেই পূর্ণবয়স্ক কোনো কোষ থেকে বেশি মাত্রায় রেডিয়েশন Absorb করতে পারে, যা মস্তিষ্কের ও স্নায়ু কোষের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

মোবাইলে ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবশ্যই তাদের নির্মিত মোবাইল ফোন কি পরিমাণ রেডিয়েশন বিকিরণ করে, তার তথ্য ক্রেতাকে জানাতে হবে।

মোবাইল ফোনের বেইস স্টেশনের কাছাকাছি বসবাসকারী কারো ওপর তখন পর্যন্ত বিরূপ কোনো প্রভাব পাওয়া যায়নি। তবে অবশ্যই মোবাইল ফোনের বেইস স্টেশনে রেডিয়েশন বিকিরণ মাপার ব্যবস্থা থাকতে হবে যার উপাত্ত অবশ্যই নিয়মিত সংগ্রহ করতে হবে।

যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের অনুমতিক্রমেই কেবল নতুন মোবাইল বেইস স্টেশন নির্মাণ করা যাবে।

- গাড়িচালকদের অবশ্যই চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয় প্রয়োজনে তারা হ্যান্ডস ফ্রি কিট ব্যবহার করতে পারেন।

সর্বোপরি আরো গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করা হয় যাতে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিকে জোরালোভাবে মানবদেহের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে।

গবেষকরা স্টুয়ার্ট রিপোর্টের পর থেমে থাকেনি বরং নানাভাবে মোবাইল ফোন নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল প্রযুক্তিও এগিয়ে গেছে বহু দূর। বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে

মোবাইল প্রযুক্তির উৎকর্ষের ধারা

১৮ ৭৬ : আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল প্রথম টেলিফোনে কথা বলতে সমর্থ হন।
১৯০৬ : মারকনি প্রথম বাতাসে শব্দ ছড়াতে ও তা রিসিভ করতে সমর্থ হন উদ্ভাবিত রেডিওর মাধ্যমে।
১৯১২ : যুক্তরাজ্যে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে টেলিফোন সংযোগ শুরু হয়।
১৯২১ : প্রথম ডেটরয়েট পুলিশ গাড়িতে কার মোবাইল রেডিও ব্যবহার শুরু করে।
১৯২৫ : প্রথম তারবিহীন বার্তা পাঠানো শুরু হয় বাণিজ্যিক জাহাজ ও এরোপ্লেনে।
১৯৪৬ : যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রেডিও টেলিফোন ব্যবহার শুরু হয়।
১৯৫৬ : প্রথম স্টকহোমে কার টেলিফোন ব্যবহার শুরু হয়। যার আকার ছিল একটি প্রমাণ সাইজের স্যুটকেসের সমান এবং ওজন ছিল প্রায় ৪০ কেজি আর গাড়ির ব্যাটারির জন্য ছিল মহাশক্র।
১৯৭৯ : জাপানে প্রথম সেলুলার ফোন ব্যবহার শুরু হয়।
১৯৮৩ : যুক্তরাজ্যে Analogue TACS সিস্টেম চালু হয়।
১৯৮৫ : প্রথমবারের মতো সাধারণ ফোন যার সঙ্গে থাকতো ২০ কেজি ওজনের ব্যাটারি বাজারে আসে।
১৯৯১ : ইউরোপীয় কমিউনিটি ডিজিটাল নেটওয়ার্কও GSMকে এককীভূত করে।
১৯৯৪ : SMS text ম্যাসেজ চালু হয়।

যেভাবে ক্ষতি করছে ইলক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েব

ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েবের অনেক প্রকারভেদ আছে। আর এদের পরিমাপ করা হয় Hertz দিয়ে। যার দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে কতটি পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি হয় তার পরিমাপ করা হয়। এর মান যত বাড়তে থাকে ততই প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন হওয়া তরঙ্গের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সব ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েবই কোনো না কোনো প্রকার রেডিয়েশন বিকিরণ করে। তবে সব ধরনের রেডিয়েশনই এক নয়। এ ধরনের রেডিয়েশনের মধ্যে উপরের দিকে অবস্থিত আয়োনাইজিং রেডিয়েশন (যেমন X-RAY) প্রাণীকোষকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে যা DNA পরিবর্তনেরও ক্ষমতা রাখে। আর বলাই বাহুল্য, এ থেকে অনেক ধরনের ক্যান্সারও হতে পারে।

অপর দিকে রেডিও ওয়েব যা মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত হচ্ছে এদের অবস্থান একবার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্কেলের নিচের দিকে, আর এ ধরনের ওয়েবের শক্তির পরিমাণও কম। যার ধারা প্রাণীকোষের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর তাই এদের Nor-1onizing ওয়েবের রেডিয়েশন বলা হয়।

মোবাইলে ক্যান্সার ঝুঁকির

জানুয়ারি ২০০৫-এ প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্ট যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল মোবাইল ব্যবহারে ক্যান্সারের সম্ভাবনা। তাতে গবেষকরা বললেন, গভীর গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে মোবাইল ব্যবহারে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ তারা পাননি। কেবল তাই নয়, মোবাইল ব্যবহারে অন্য কোনো ঝুঁকির ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ তারা পাননি।

কিন্তু শিশু ও অল্প বয়স্কদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে তাদের সবাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বাড়ন্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে মোবাইল ব্যবহার প্রভাবিত করতে পারে, যা থেকে জেনেটিক প্রক্রিয়ার অভাবসহ ক্যান্সার হবার কারণকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এভাবে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে এদের সবাই একমত হন।

ভিডিও মোবাইল যাতে উভয় ব্যবহারকারী একে অপরকে দেখতে পাবেন তাদের ছোট মোবাইলের পর্দায়। প্রযুক্তিটি 3G (3hird generation) মোবাইল নামেই বেশি খ্যাত, যা পুরাতন মোবাইল প্রযুক্তি থেকে অনেকটাই আলাদা ওয়েব ব্যবহার করছে।

সম্প্রতি মোবাইল, ফোনের স্বাস্থ্যঝুঁকি সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রেই ব্যয় হয়েছে 7.5 Million যার লব্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ সালে। রিপোর্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট রিপোর্টের প্রতিধ্বনি করেছে। সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তি মোবাইল ফোন কতটা ঝুঁকিপূর্ণ...

ধারণা : মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েব সহজেই প্রাণীকোষকে উত্তপ্ত করতে পারে, যা পরবর্তীতে মারাত্মকভাবে কোষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে।

বর্তমান ধারণা : প্রাণীকোষের বিকৃতি অথবা ক্রীত ব্যাহত করার মতো শক্তিশালী রেডিও ওয়েব মোবাইলে ব্যবহার করা হয় না। পক্ষান্তরে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েব এতটাই ছোট যে, এর দ্বারা দেহ প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ধারণা : সাধারণত যারা দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদের অনেকেই অস্থিরতা, মাথাব্যথা এবং মনোযোগহীনতায় ভুগতে পারেন।

বর্তমান ধারণা : গবেষণাগারে একইভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ নেই যে মোবাইল ফোনের দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারই এর কারণ। বরং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রযুক্তিবহুল জীবনযাত্রার ধারা এর কারণ হতে পারে।

ধারণা : মোবাইল ফোন যে কানে ব্যবহার করা হয়, তার কাছাকাছি মস্তিষ্কের অংশে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশি। আর মোবাইল ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি অধিক।

বর্তমান ধারণা : গবেষকরা এখনও এ ব্যাপারে কোনো কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি যে, মোবাইল ফোন ব্যবহারই এ ধরনের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

ধারণা : International Agency for Research on Cancer শৈশবে ক্যান্সার আক্রান্তদের মাঝে বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইনের বিকিরিত রেডিয়েশনের প্রভাব পেয়েছে। আর তাই মোবাইল ফোন বেইস স্টেশন এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার এ ধরনের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বর্তমান ধারণা : বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইনের বিকিরিত রেডিয়েশন আর মোবাইল ফোনের বিকিরণ রেডিয়েশনে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বলাই বাহুল্য, আজকাল ব্যবহৃত ডিজিটাল টেলিভিশনের এন্টেনা মোবাইল ফোনের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী রেডিয়েশন বিকিরণ করে থাকে।

ধারণা : মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েবের মতো অন্যান্য ওয়েব নেমাটোড (Nematode) অণুজীবের জেনেটিক পরিবর্তন করতে পারে।

বর্তমান ধারণা : এ ধরনের

অণুজীবের সঙ্গে মানুষের দেহকোষের এমন কোনো মিল নেই যা থেকে বলা যায় যে, মস্তিষ্কের কোষও একইভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

অবশ্য এ ধরনের গবেষণালব্ধ ফল থেকে ব্যবহারকারীরা আশা করেন দিকনির্দেশনা। তাহলে কি আমরা অতি প্রয়োজনীয় মোবাইল ফোন ব্যবহার ছেড়ে দেব, ভুলে যেতে হবে হালকা বর্ণের, সুন্দর রিং টোনের একান্ত আপন মোবাইল ফোনটিকে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ যাত্রায় ততটা নির্দয় হননি, বরং অতি সাধারণ কিছু 'করা' 'না করা'র' দিকনির্দেশনা দেবার চেষ্টা করেছেন।

কি করা উচিত

কেবল একান্ত প্রয়োজনেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত

মোবাইলে আলাপ সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করুন

ব্যবহারে সময়টুকু ছাড়া মোবাইল ফোন দেহ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন

অধিক টক টাইমসম্পন্ন মোবাইল ফোন কেনার চেষ্টা করুন। কারণ এ ধরনের ফোন কম শক্তি খরচ করে বিধায় রেডিয়েশনও জোরালো হবার সম্ভাবনা কম

কি করা উচিত নয়

কখনো এন্টেনাবিহীন মোবাইল কেনা উচিত হবে না। মনে রাখতে হবে এন্টেনা যতই আপনার দেহ থেকে দূরে থাকবে ততই আপনি নিরাপদ।

লো সিগন্যালের সময় মোবাইল ব্যবহার করা উচিত হবে না। মনে রাখতে হবে, সিগন্যাল যত দুর্বল, ততই প্রবল শক্তিতে মোবাইল ফোন বেইস্ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে লো সিগন্যালে রেডিয়েশনও বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে।

উচ্চ SAR সম্পন্ন মোবাইল কখনোই কেনা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, SRA-এর মান যত বেশি ততই তা বেশি রেডিয়েশন বিকিরণ করতে পারে।

একের ভেতর বহু এ ধরনের মোবাইল কেনা থেকে বিরত থাকাই ভালো। কারণ প্রতিটি প্রযুক্তির নিজস্ব ধারা আছে, যার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই তা কেনা উচিত হবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মোবাইল প্রযুক্তিটিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে ব্যবহার করার স্বপ্ন দেখেন। আর তাই বাজারে নতুন মোবাইল সেট এলেই। ভিড় জমে সামর্থ্যবান ক্রেতাদের। যদিও এদের অনেকেই হয়তো জানেন না, এ ধরনের উন্নত প্রযুক্তির মোবাইল ব্যবহারের যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যদি না আপনার ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক নানা সুবিধার ব্যবস্থা করছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আপনি 3G টেকনোলজির মোবাইল কিনলে যাতে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখা, আপনার অপর প্রান্তের মানুষটির দেখা যাবার মতো নানা সুবিধা থাকার কথা, অথচ আপনি যে নেটওয়ার্কের ব্যবহার করবেন 3G টেকনোলজি থেকে পিছিয়ে আছে অনেক বছর। সে ক্ষেত্রে খুব সাধারণ, অধিক টক টাইমসম্পন্ন মোবাইল কিনে যেমনি সাশ্রয়ী হতে পারেন, তেমনি থাকতে পারেন নিরাপদ। প্রযুক্তি উদ্ভাবন কোনো না কোনোভাবে মানুষের ব্যবহারের জন্য, যার সঙ্গে থাকে নানা ব্যবসায়িক স্বার্থ। ব্যবহারকারীদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন প্রযুক্তি তার জন্য কতটা নিরাপদ।